দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

তারিখ 14 JAN 1989

ঢাকা : রোববার, ১লা মাঘ, ১৩৯৫ | পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 1 ...

১২

ভর্তি পরীক্ষাক্ষেত্রে আরেক মানসিকতা

ঢাকায় ভাল স্কুলগুলোর সংখ্যা কম। আর তার প্রায় সবগুলোই সরকারী স্কুল। ঢাকা শহরে সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩শ'। নগরীর লোকসংখ্যা ৫০ লাখের মত হবে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চেহারা দুয়োরানীর। শিক্ষার মান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে খুব ভাল নয়। এসব ধারণা অভিভাবকরাই দিয়ে থাকেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু তা সংখ্যা-বিচারে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

সুতরাং শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তির চাপটা শতকরা ৯৫ ভাগ বলা চলে, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর ওপর পড়ে। ৫০টি আসনের জন্য ৫শ' প্রার্থী কিংবা একশ' আসনের জন্য ১১শ' প্রার্থী সরকারী বিদ্যালয়গুলোতেই নাম লিখিয়ে থাকে ভর্তির জন্য। তাই একজন অভিভাবকের ভাষায় 'এডমিশন টেষ্ট' অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষা 'এলিমিনেশন টেষ্ট' অর্থাৎ বাদ দেয়ার পরীক্ষায় গিয়ে দাঁড়ায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ বলবেন, তারা নিরুপায়, সীমিত সংখ্যক আসন। সুবিচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ভর্তি সমস্যার দায় ও দোষত্রুটি তাদের ঘাড়ে চাপানো কেন।

কথাটা মেনে নিতে আপত্তি থাকে না। যদি বাদ দেয়ার পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভট নিয়ম-কানুন কোন কোন স্কুল চালু না করত। কোন কোন স্কুলে অবশ্য অলিখিত একটা নিয়ম আছে--অবশ্য তা ভাল বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে, তা হল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোনেশন দেয়ার বিধান। গতবার একটি স্কুল প্রকাশ্যেই এধরনের ঘোষণা দিয়েছিল। এ নিয়ে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে সব স্কুল অঘোষিত নয়, গোপনে বলব না, তাদের সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে তো অপপ্রচার।

সে কথা থাক। ভর্তি সমস্যা সমাধানে কোন কোন স্কুলের স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছু উদ্ভট নিয়ম চালু করেছেন। যেমন দাঁত পড়লে ভর্তি করা যাবে না। পরীক্ষার হার্ডেল পার হওয়ার পর এ সমস্যার ফেরে পড়েছেন কিছু অভিভাবক, কোন অভিভাবক ছাত্রকে ভর্তি করাতে পারেননি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার চেয়ে তার সন্তান বেশী লম্বা এ কারণে। অপরাধ বলব কি এটা? আরও আছে টেরা চোখ হলে ভর্তি করা যাবে না, কালো হলে নয়। কারণ ক্লাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয় অধিক উচ্চতায়, টেরা চোখের চাউনিতে, কালো রং-এর মালিন্যে।

বাদ দেয়ার জন্য এধরনের কৌশল অবলম্বন কী ধরনের মানসিকতার লক্ষণ? দাঁত পড়লে বেশী বয়স, বেশী লম্বা হলে জ্যামিতিক নিয়ম লংঘিত হয়, টেরা চোখ আর কালো হলে ক্লাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

জানি না, শিক্ষকরা সবাই মহেন্দ্র কান্তির অধিকারী কিনা। হেলেন অব ট্রয় কি ক্লাসে ইদানীং পড়ান? প্রশ্নগুলো বেয়াড়া, কিন্তু বাদ দেয়ার জন্য উপরোক্ত কারণগুলো কি নিষ্ঠুরতা নয়। মানসিক নির্যাতন নয় যদি কোন ছেলেমেয়ে কালো বলে ভর্তি হতে না পারে। আর একথা জেনে তাকে ফিরে যেতে হয় নত মস্তকে। কালো মেয়ের বিয়ে দেয়ার ঝামেলা আছে আমাদের সমাজে। আমাদের শিক্ষিতরা যারা নিজেদের আধুনিক মনে করেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। মঞ্চে গিয়ে তারা নারী নির্যাতনের ওপর ভাষণ দেন, সমানাধিকারের কথা বলেন। কিন্তু ট্যারা আর কালো বলে স্কুলে ভর্তি না করার কারণ উল্লেখ করার এইসব মানসিকতা কী ততোধিক ধিক্কারের যোগ্য নয়।

কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ বলবেন কী করবো আসন সংখ্যা সীমিত। তাহলে ৫০টি সিটের জন্য ৫শ' ভর্তির ফরম কেন বিক্রি করেন? কেন [illegible] মাত্র [illegible] কি ৭৫টির মধ্যে সীমিত রাখেন না? এলিমিনিশনের এটাই তো ভাল পদ্ধতি। তাহলে উদ্ভট ধরনের যুক্তি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এদিকে ফর্ম বিক্রির টাকা-টাও চাই। আবার আসন সংখ্যা সীমিত বলে অসহায়ত্ব ঘোষণা করতে দ্বিধা নেই।

ভর্তি পরীক্ষার সমস্যার মূলে রয়েছে আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতা, ভাল স্কুলে অধিক ভিড়। সে সমস্যা সমাধানের পথ হল স্কুল সংখ্যা বাড়ানো। বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নতকরণ। এ জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।

কিন্তু সমস্যার এদিকটা ছাড়িয়ে সন্তান ভর্তি করতে এসে অভিভাবকদের যেসব মন্তব্য শুনতে হয় তা বেদনাদায়ক। কালো ছেলেমেয়ের বাপ-মাকে যখন বলা হয় যে, তার ছেলেটি বা মেয়েটি কালো সুতরাং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নেয়া যাবে না। কিংবা সামান্য শারীরিক খুঁতের জন্য তাকে ক্লাসে ভর্তি করা যাবে না। তার মেধা যাচাই করেও সন্তুষ্ট নয় কর্তৃপক্ষ। কনে দেখার মত করে ছাত্রছাত্রীদের আর একটি অঘোষিত পরীক্ষা নেয়া হয়।

এভাবে অভিভাবকদের শুধু অপ্রস্তুত করা হয় না, তাদের অপমান করা হয়। এক ধরনের বর্ণবৈষম্যবাদ অনুসরণ করা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে।

সমাজে ধনের বৈষম্য আছে। ধনী গরীব রয়েছে। এই কৌলিন্যের জোরে ধনীর ছেলে শিক্ষার সুযোগ পায়। কোন বাধা তার পক্ষে থাকে না। এ বৈষম্য একটা বাস্তব। ইচ্ছে করলেই রাতারাতি তা দূর করা যাবে না। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যে সমস্যা সমাজে এতকাল ছিল না, তাহল বিদ্যালাভের অধিকারে কুলভেদ, শ্রেণীভেদ আজ তাকে সামনে আনা হচ্ছে সীমিত সিটের দোহাই দিয়ে। আগামী বছর হয়তো শোনা যাবে অমুক পেশার অভিভাবকদের সন্তানকে ভর্তি করা যাবে না। কিম্বা অমুক বংশের ছেলেকে নেয়া হবে না--কারণ যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশ নয়।

ভর্তি পরীক্ষার সমস্যার নামে এই সমাজের শিক্ষিত একশ্রেণীর লোক যে মানসিকতার পরিচয় রাখছেন, তার বিপদ আমাদের জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করে তুলবে একদিন, এ আশংকা কি অমূলক? সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ কথাটা নিভৃতে ভেবে দেখবেন। জবাব দেবার কোন দায় নেই।